# সূচিপত্র

অনুচ্ছেদ

## পিতা-মাতার সাথে সদাচার


১. আল্লাহর বাণী ঃ "আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদাচারের নির্দেশ দিয়েছি।" (২৯ ঃ ৮) ॥ ৩৩

২. মায়ের সাথে সদাচার ॥ ৩৩

৩. পিতার সাথে সদাচার ॥ ৩৪

৪. পিতা-মাতা যুলুম করলেও তাদের সাথে সদাচার করতে হবে ॥ ৩৫

৫. পিতা-মাতার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলা ॥ ৩৫

৬. পিতা-মাতার প্রতিদান ॥ ৩৬

৭. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার পরিণতি ॥ ৩৮

৮. যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয় আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন ॥ ৩৯

৯. পাপাচার ব্যতীত অন্য সকল ব্যাপারে পিতা-মাতার অনুগত থাকা ॥ ৪০

১০. পিতা-মাতাকে পেয়েও যে ব্যক্তি বেহেশত লাভ করতে পারেনি ॥ ৪১

১১. যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতার সাথে সদাচার করে আল্লাহ তার আয়ু বৃদ্ধি করেন ॥ ৪১

১২. কেউ নিজ মুশরিক পিতার জন্য যেন ক্ষমা প্রার্থনা না করে ॥ ৪১

১৩. মুশরিক পিতার সাথেও সদাচার করতে হবে ॥ ৪২

১৪. কেউ যেন নিজ পিতা-মাতাকে গালি না দেয় ॥ ৪৪

১৫. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার শাস্তি ॥ ৪৪

১৬. পিতা-মাতার কান্না ॥ ৪৫

১৭. পিতা-মাতার দু'আ ॥ ৪৫

১৮. খৃস্টান ধর্মাবলম্বী মাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেয়া ॥ ৪৭

১৯. মৃত পিতা-মাতার সাথে সদাচার ॥ ৪৮

২০. পিতা যাদের সাথে সদাচার করতেন তাদের সাথে সন্তানের সদাচার ॥ ৪৯

২১. তোমার পিতা যাদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তুমি তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করো না, অন্যথায় তোমার ঈমানের আলো নিভে যাবে ॥ ৫০

২২. বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা উত্তরাধিকার সূত্রে আসে ॥ ৫১

২৩. পিতার নাম নিও না, তার আগে বসো না এবং তার আগে আগে চলো না ॥ ৫১

২৪. পিতাকে কি উপনামে ডাকা যায়? ॥ ৫১

অনুচ্ছেদ

## আত্মীয়তার বন্ধন

২৫. আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা অপরিহার্য ॥ ৫২
২৬. আত্মীয়তার বন্ধন ॥ ৫২
২৭. আত্মীয় সম্পর্ক অটুট রাখার ফযিলত ॥ ৫৪
২৮. আত্মীয়-সম্পর্ক বজায় রাখলে হায়াত বাড়ে ॥ ৫৫
২৯. যে ব্যক্তি আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন ॥ ৫৬
৩০. ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ক্রম অনুসারে ঘনিষ্ঠতর আচরণ ॥ ৫৬
৩১. যাদের মধ্যে আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্নকারী থাকে তাদের উপর রহমত নাযিল হয় না ॥ ৫৮
৩২. আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্নকারীর পাপ ॥ ৫৮
৩৩. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর পার্থিব শাস্তি ॥ ৫৯
৩৪. প্রতিদানের বিনিময়ে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী স্বার্থপর ॥ ৫৯
৩৫. বিবেক বর্জিত আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারীর ফযিলত ॥ ৫৯
৩৬. যে ব্যক্তি ইসলাম-পূর্ব যুগে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছে, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করেছে ॥ ৬০
৩৭. মুশরিক আত্মীয়ের সাথে রক্তের বন্ধন ও পরস্পর উপহারাদি বিনিময় ॥ ৬০
৩৮. আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষার্থে তোমাদের বংশ পরিচিতি জেনে রাখো ॥ ৬১
৩৯. মুক্তদাস কি বলবে, আমি অমুকের সাথে সম্পৃক্ত? ॥ ৬২
৪০. কোনো গোষ্ঠীর মুক্তদাস তাদের অন্তর্ভুক্ত ॥ ৬২

## সন্তানের প্রতি মমতা

৪১. যে ব্যক্তি দুইটি বা একটি কন্যা সন্তান পোষে ॥ ৬৩
৪২. যে ব্যক্তি তিন বোনকে লালন-পালন করলো ॥ ৬৪
৪৩. যে ব্যক্তি নিজের তালাকপ্রাপ্তা (বিধবা) কন্যার প্রতিপালন করে তার ফযিলত ॥ ৬৪
৪৪. যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানদের মৃত্যু কামনা অপছন্দ করে ॥ ৬৫
৪৫. মানুষ সন্তানের কারণে কৃপণ ও কাপুরুষ হয় ॥ ৬৫
৪৬. শিশুকে কাঁধে উঠানো ॥ ৬৬
৪৭. সন্তান হলো নয়ন প্রীতিকর ॥ ৬৬
৪৮. যে ব্যক্তি তার সঙ্গীর ধন ও সন্তান বৃদ্ধির দু'আ করে ॥ ৬৮
৪৯. মমতাময়ী মা ॥ ৬৮
৫০. শিশুদের চুমা দেয়া ॥ ৬৯
৫১. সন্তানের সাথে পিতার সদাচরণ এবং তাকে ভদ্র আচরণ শিখানো ॥ ৭০
৫২. নিজ সন্তানের সাথে পিতার সদাচার ॥ ৭০

অনুচ্ছেদ

৫৩. যে দয়া করে না সে দয়া প্রাপ্ত হয় না ॥ ৭১
৫৪. আল্লাহর রহমত শত ভাগে বিভক্ত ॥ ৭২

## প্রতিবেশীর সাথে সদাচার

৫৫. প্রতিবেশী সম্পর্কে নসিহত ॥ ৭২
৫৬. প্রতিবেশীর অধিকার ॥ ৭৩
৫৭. প্রতিবেশী থেকে (সদাচার) শুরু করবে ॥ ৭৩
৫৮. নিকটতর প্রতিবেশী থেকে উপহারাদি দান শুরু করবে ॥ ৭৪
৫৯. নিকটতর অতঃপর পরবর্তী নিকটতর প্রতিবেশী ॥ ৭৫
৬০. যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর জন্য নিজের দ্বার রুদ্ধ করে দেয় ॥ ৭৫
৬১. প্রতিবেশীকে বাদ রেখে তৃপ্তিসহ আহার করা নিষেধ ॥ ৭৬
৬২. তরকারিতে বেশী ঝোল রাখবে এবং তা প্রতিবেশীদেরও দেবে ॥ ৭৬
৬৩. উত্তম প্রতিবেশী ॥ ৭৭
৬৪. সৎ প্রতিবেশী ॥ ৭৭
৬৫. নিকৃষ্ট প্রতিবেশী ॥ ৭৭
৬৬. কেউ যেনো তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় ॥ ৭৮
৬৭. এক প্রতিবেশিনী অপর প্রতিবেশিনীকে এমনকি বকরির ক্ষুর উপঢৌকন দেয়াকেও যেনো তুচ্ছ মনে না করে ॥ ৮০
৬৮. প্রতিবেশীর অভিযোগ ॥ ৮০
৬৯. যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতে দিতে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করলো ॥ ৮২
৭০. ইহূদী প্রতিবেশী ॥ ৮২
৭১. মান-মর্যাদা ॥ ৮৩

## ভদ্র আচার-ব্যবহার

৭২. সৎ-অসৎ নির্বিশেষে সকলের সাথে সদাচার ॥ ৮৩
৭৩. ইয়াতীমের লালন-পালনকারীর মর্যাদা ॥ ৮৪
৭৪. নিজের ইয়াতীম পোষ্যদের লালনকারীর মর্যাদা ॥ ৮৪
৭৫. যে ব্যক্তি দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তান লালন-পালন করে তার মর্যাদা ॥ ৮৪
৭৬. যে ঘরে ইয়াতীম আছে এবং তার সাথে সদয় ব্যবহার করা হয় সেই ঘর সর্বোত্তম ॥ ৮৬
৭৭. ইয়াতীমের জন্য দয়ার্দ্র পিতৃতুল্য হও ॥ ৮৬
৭৮. সন্তানের কারণে যে নারী ধৈর্যধারণ করেছে এবং পুনর্বিবাহ থেকে বিরত থেকেছে ॥ ৮৭
৭৯. ইয়াতীমদের আদব-কায়দা শিক্ষাদান ॥ ৮৮
৮০. যার সন্তান মারা গেছে তার মর্যাদা ॥ ৮৮

অনুচ্ছেদ

১১২. যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় ॥ ১১৪
১১৩. কোনো ব্যক্তির তার ভাইকে সাহায্য করা ॥ ১১৪

## বদান্যতা, কৃপণতা ও চারিত্রিক দোষত্রুটি

১১৪. দুনিয়ার সৎকর্মশীলগণই আখেরাতে সৎকর্মশীল হিসেবে গণ্য হবে ॥ ১১৫
১১৫. প্রতিটি সৎকাজ দান-খয়রাততুল্য ॥ ১১৭
১১৬. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ ॥ ১১৮
১১৭. উত্তম কথা ॥ ১১৯
১১৮. সবজি বাগানে গমন এবং থলে ভর্তি জিনিসপত্রসহ তা কাঁধে বহন করে বাড়ি ফেরা ॥ ১২০
১১৯. ভূ-সম্পত্তি দেখতে যাওয়া ॥ ১২২
১২০. মুসলমান তার ভাইয়ের আয়নাস্বরূপ ॥ ১২২
১২১. যে ধরনের খেলাধুলা, হাসি-ঠাট্টা ও রসিকতা নিষিদ্ধ ॥ ১২৩
১২২. কল্যাণের দিকে পথ প্রদর্শন ॥ ১২৩
১২৩. মানুষের প্রতি ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন ॥ ১২৪
১২৪. মানুষের সাথে খোলা মনে মেলামেশা করা ॥ ১২৫
১২৫. মুচকি হাসি ॥ ১২৬
১২৬. হাসি ॥ ১২৭
১২৭. তুমি আবির্ভূত হলে সশরীরে আবির্ভূত হও এবং প্রস্থান করলেও সশরীরে প্রস্থান করো ॥ ১২৮
১২৮. পরামর্শদাতা হলো আমানতদার ॥ ১২৯
১২৯. পরামর্শ করা ॥ ১৩০
১৩০. যে ব্যক্তি তার ভাইকে ভ্রান্ত পরামর্শ দেয় তার পাপ ॥ ১৩০
১৩১. মানুষের পারস্পরিক মহব্বত ॥ ১৩০
১৩২. স্নেহ-মমতা ॥ ১৩১
১৩৩. রসিকতা ॥ ১৩১
১৩৪. শিশুর সাথে রসিকতা ॥ ১৩৩
১৩৫. উত্তম স্বভাব-চরিত্র ॥ ১৩৩
১৩৬. মনের ঐশ্বর্য ॥ ১৩৫
১৩৭. মনের সংকীর্ণতা ॥ ১৩৬
১৩৮. লোকজন প্রজ্ঞা অর্জন করতে পারলে উত্তম চরিত্রে ভূষিত হয় ॥ ১৩৭
১৩৯. কৃপণতা ॥ ১৪১
১৪০. উত্তম মাল উত্তম লোকের জন্য ॥ ১৪২
১৪১. যে ব্যক্তি নিজ বাড়িতে নিরাপদে রাত কাটালো ॥ ১৪৩
১৪২. উৎফুল্ল মন ॥ ১৪৩

অনুচ্ছেদ

৬২৬. শিশুদের আখরোট দিয়ে খেলা করা ॥ ৫২২
৬২৭. কবুতর যবেহ করা ॥ ৫২২
৬২৮. যার প্রয়োজন আছে সে-ই যাবে ॥ ৫২৩
৬২৯. জনসমাবেশের ভেতরে থুথু ফেলার নিয়ম ॥ ৫২৩
৬৩০. কোনো ব্যক্তি একদল লোকের সাথে কথা বলার সময় একজনকে লক্ষ্য করে বলবে না ॥ ৫২৪
৬৩১. অবাঞ্ছিত দৃষ্টিপাত ॥ ৫২৪
৬৩২. অনর্থক কথাবার্তা ॥ ৫২৫
৬৩৩. দ্বিমুখী চরিত্রের লোক ॥ ৫২৫
৬৩৪. দ্বিমুখী চরিত্রের লোকের পাপ ॥ ৫২৫
৬৩৫. অনিষ্টের ভয়ে যাকে পরিহার করা হয় সে নিকৃষ্ট ॥ ৫২৬
৬৩৬. লজ্জাশীলতা ॥ ৫২৬
৬৩৭. যুলুম-নির্যাতন ॥ ৫২৭
৬৩৮. তোমার লজ্জা-শরম না থাকলে যাচ্ছে তাই করতে পারো ॥ ৫২৭
৬৩৯. ক্রোধ ॥ ৫২৮
৬৪০. ক্রোধের সময় কী বলবে? ॥ ৫২৮
৬৪১. কারো রাগ উঠলে যেনো চুপ হয়ে যায় ॥ ৫২৯
৬৪২. বন্ধুর সাথে ভালোবাসার আতিশয্য দেখাবে না ॥ ৫৩০
৬৪৩. তোমার ঘৃণা যেনো ধ্বংসের কারণ না হয় ॥ ৫৩০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## পিতা-মাতার সাথে সদাচার

## ١- بَابُ قَوْلِهِ تَعَالٰى : وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

১- অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী, "আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদাচারের নির্দেশ দিয়েছি" (২৯ ঃ ৮)।

١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الصَّلَاةُ عَلٰى وَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ ثُمَّ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِىْ.

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল কি? তিনি বলেন ঃ ওয়াক্তমত নামায পড়া। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেন ঃ পিতা-মাতার সাথে সদাচার। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেন ঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ। রাবী বলেন, তিনি আমাকে এইসব বিষয়ে বললেন। আমি আরো জিজ্ঞেস করলে তিনি অবশ্যই আমাকে আরো বলতেন। (বু, মু, দা, তি, না)

٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رِضَا الرَّبِّ فِىْ رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِىْ سَخَطِ الْوَالِدِ.

২. ইবনে উমার (রা.) বলেন, (কারো প্রতি তার) পিতা সন্তুষ্ট থাকলে প্রভুও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন এবং তার পিতা অসন্তুষ্ট থাকলে প্রভুও অসন্তুষ্ট থাকেন। (তি, হা, বায, তা, দুর)

## ٢- بَابُ بِرِّ الْاُمِّ

২- অনুচ্ছেদ ঃ মায়ের সাথে সদাচার।

٣- عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَبَرُّ قَالَ اُمَّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمَّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمَّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ اَبَاكَ ثُمَّ الْاَقْرَبَ فَالْاَقْرَبَ.

٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَتٰى رَجُلٌ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا تَاْمُرُنِىْ قَالَ بِرْ اُمَّكَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ بِرْ اُمَّكَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ بِرْ اُمَّكَ ثُمَّ عَادَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ بِرْ اُمَّكَ ثُمَّ عَادَ الْخَامِسَةَ فَقَالَ بِرْ اَبَاكَ.

৬. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (সা.)-এর নিকট এসে বললো, আপনি আমাকে কি আদেশ করেন? তিনি বলেনঃ তোমার মায়ের সাথে সদাচার করবে। সে একই কথা বললে তিনি বলেনঃ তোমার মায়ের সাথে সদাচার করবে। সে পুনরায় একই কথা বললে তিনি বলেনঃ তোমার মায়ের সাথে সদাচার করবে। সে চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ তোমার মায়ের সাথে সদাচার করবে। সে পঞ্চমবার জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ তোমার পিতার সাথে সদাচার করবে (বু, মু, ই, আ, তহা)।

## ٤- بَابُ بِرِّ وَالِدَيْهِ وَاِنْ ظَلَمَا

**৪- অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতা যুলুম করলেও তাদের সাথে সদাচার করতে হবে।**

٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ وَالِدَانِ مُسْلِمَانِ يُصْبِحُ اِلَيْهِمَا مُحْتَسِبًا اِلَّا فَتَحَ اللّٰهُ لَهُ بَابَيْنِ يَعْنِىْ مِنَ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا وَاِنْ اَغْضَبَ اَحَدُهُمَا لَمْ يَرْضَ اللّٰهُ عَنْهُ حَتّٰى يَرْضٰى عَنْهُ قِيْلَ وَاِنْ ظَلَمَاهُ قَالَ وَاِنْ ظَلَمَاهُ.

৭. ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যে কোনো মুসলমানের মুসলিম পিতা-মাতা জীবিত থাকলে এবং সে ভোরবেলা সওয়াবের আশায় তাদের খোঁজ-খবর নিলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বেহেশতের দুটি দরজা খুলে দেন এবং তাদের একজন থাকলে একটি দরজা। সে তাদের কোনো একজনকে অসন্তুষ্ট করলে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাকে সন্তুষ্ট না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হন না। বলা হলো, তারা তার উপর যুলুম করে থাকলেও? তিনি বলেন, তারা তার উপর যুলুম করলেও (বা)।

## ٥- بَابُ لِيْنِ الْكَلَامِ لِوَالِدَيْهِ

**৫- অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলা।**

٨- حَدَّثَنِىْ طَيْسَلَةُ بْنُ مَيَّاسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّجَدَاتِ فَاَصَبْتُ ذُنُوْبًا لَا اَرَاهَا اِلَّا مِنَ الْكَبَائِرِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِاِبْنِ عُمَرَ قَالَ مَا هِىَ قُلْتُ كَذَا وَكَذَا قَالَ لَيْسَتْ هٰذِهِ مِنَ الْكَبَائِرِ هُنَّ تِسْعٌ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَقَتْلُ نَسَمَةٍ وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ

فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ يَضَعُهُمَا عَلٰى رُءُوْسِ قُرَيْشٍ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ قُرَيْشًا اَهْلُ اَمَانَةٍ مَنْ بَغٰى بِهِمْ قَالَ زُهَيْرٌ اَظُنُّهُ قَالَ الْعَوَاثِرَ كَبَّهُ اللّٰهُ لِمِنْخَرَيْهِ يَقُوْلُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

৭৫. রিফায়া ইবনে রাফে (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) উমার (রা.)-কে বলেনঃ তোমার গোষ্ঠীর লোকজনকে আমার কাছে সমবেত করো। অতএব তিনি তাদেরকে সমবেত করলেন। তারা নবী (সা.)-এর ঘরের দরজায় এসে উপস্থিত হলে উমার (রা.) নবী (সা.)-এর নিকট প্রবেশ করে বলেন, আমার গোষ্ঠীর লোকজনকে আপনার কাছে সমবেত করেছি। আনসারগণ তা শুনতে পেয়ে (মনে মনে) বলেন, নিশ্চয়ই কুরাইশদের সম্পর্কে ওহী নাযিল হয়েছে। অতএব তাদেরকে কি বলা হয় তা শোনার জন্য দর্শক ও শ্রোতা এসে হাযির হলো। নবী (সা.) বাইরে এসে তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলেনঃ তোমাদের মধ্যে তোমাদের ছাড়া অন্য কেউ আছে কি? তারা বলেন, হাঁ, আমাদের মধ্যে আমাদের বন্ধুগোত্র, আমাদের বোনপুত এবং আমাদের মুক্তদাসগণও আমাদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নবী (সা.) বলেন ঃ আমাদের বন্ধুগোত্র আমাদের অন্তর্ভুক্ত, আমাদের বোনপুত্ররা আমাদের অন্তর্ভুক্ত এবং আমাদের মুক্তদাসগণও আমাদের অন্তর্ভুক্ত। তোমরা শোনো! তোমাদের মধ্যকার আল্লাহভীরু ব্যক্তিগণই আমার বন্ধু। তোমরা যদি তাই হও তবে তো তাই। অন্যথায় লক্ষ্য করো কেয়ামতের দিন যেনো এমন না হয় যে, লোকজন তো তাদের সৎকর্মসমূহ নিয়ে আসবে, আর তোমরা আসবে তোমাদের পাপের বোঝাসমূহ নিয়ে এবং তা তোমাদের পক্ষ থেকে পেশ করা হবে। অতঃপর তিনি তাঁর দুই হাত উঁচু করে তা কুরাইশদের মাথার উপর রেখে ডাক দিয়ে বলেনঃ হে লোকসকল! কুরাইশগণ আমানতদার। যে লোক তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে সে সমূহ বিপদ ডেকে আনবে। আল্লাহ তাকে অধঃমুখে উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। তিনি এ কথা তিনবার বলেন। (আ, হা)

## সন্তানের প্রতি মমতা

## ٤١- بَابُ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ اَوْ وَاحِدًا

### ৪১- অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি দুইটি বা একটি কন্যা সন্তান পোষে।

٧٦- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ وَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ.

৭৬. উকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছিঃ যার তিনটি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে এবং তাদেরকে যথাসাধ্য উত্তম পোশাকাদি দেয়, তারা তার জন্য দোযখ থেকে রক্ষাকারী প্রতিবন্ধক হবে। (আ, ই)